কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 APR 2017
পৃষ্ঠা ৭ ৬ কলাম ২

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বরিশাল বিভাগে পাঁচ হাজার শিক্ষক পদ শূন্য

আজিম হোসেন, বরিশাল ▷

বরিশাল সদর উপজেলার টুঙ্গিবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রায় শত বছরের পুরনো বদিউল্লাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চার শতাধিক শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক মাত্র তিনজন। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকও নেই। জেলার গৌরনদী উপজেলা সদরের শত বছরের ঐতিহ্যবাহী গেরাকুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। সহকারী শিক্ষকের ছয়টি পদের মধ্যে তিনটি পদও শূন্য। বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলার কাজিরাবাদ বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুজন শিক্ষক দ্বারা চলছে পাঠদান। এভাবেই বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলায় শত শত স্কুলে শিক্ষক সংকটের কারণে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।

এই অঞ্চলের প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। কোনো কোনো স্কুলে মাত্র দুজন শিক্ষক দিয়ে চালানো হচ্ছে পাঠদান। এর মধ্যে আবার মামলা জটিলতায় প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় এক হাজার ৭৫৯টি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। ফলে বিপাকে পড়েছে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগীয় উপপরিচালক এস এম ফারুক জানান, সংকট নিরসনে শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়া চলছে। প্রায় এক হাজার রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারি করার পর ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড অফিসার পদমর্যাদায় হওয়ায় এখন পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হবে। তাই নিয়োগ দেওয়া বিলম্ব হচ্ছে। তিনি বলেন, বরিশাল বিভাগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক হাজার ৭৫৯টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে পুরনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭৯৮টি ও নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৬১টি পদে দীর্ঘদিন ধরে শূন্য আছে। জেলা পর্যায়ে বরিশাল জেলায় ৪৫৩টি, পটুয়াখালীতে ৪০৭টি, বরগুনায় ২২৫টি, ভোলায় ২১৬টি, ঝালকাঠিতে ১৯৩টি ও পিরোজপুরে ২৬৫টি পদ খালি। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

প্রধান শিক্ষক নেই ১৭৫৯

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগীয় অফিস সূত্রে জানা গেছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সাবেক) ও নতুন জাতীয়কৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছয় হাজার ৬৬টি। যার মধ্যে পুরনো সরকারি বিদ্যালয়ে অনুমোদিত প্রধান শিক্ষকের পদের সংখ্যা তিন হাজার ৩০৪টি। যার মধ্যে কর্মরত রয়েছেন দুই হাজার ৫৭৪ জন এবং শূন্য রয়েছে ৭৩০টি পদ। একইভাবে নতুন জাতীয়কৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুমোদিত প্রধান শিক্ষকের পদের সংখ্যা দুই হাজার ৬৫২ জন। এর মধ্যে কর্মরত এক হাজার ৬৭২ জন এবং শূন্য রয়েছে ৯৮০টি পদ। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে চলার কারণে ভেঙে পড়েছে এসব স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম।

এদিকে পুরনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুমোদিত সহকারী শিক্ষক পদ রয়েছে ১৫ হাজার ৯৫টি, যার মধ্যে কমর্রত রয়েছেন ১৪ হাজার ১৩৪ জন। ফলে শূন্য পদ রয়েছে ৯৬১টি। একইভাবে নতুন জাতীয়কৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুমোদিত সহকারী শিক্ষক পদ রয়েছে ১০ হাজার ৭১০টি। যার মধ্যে কমর্রত রয়েছেন আট হাজার ৫৮৫ জন। শূন্য পদ রয়েছে দুই হাজার ১২৫টি।

অন্যদিকে পুরনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুমোদিত শিক্ষক পদ রয়েছে ১৬ হাজার ২২০টি। যার মধ্যে কমর্রত রয়েছেন ১৫ হাজার ১৪৬ জন। ফলে শূন্য পদ রয়েছে এক হাজার ৭৩টি। একইভাবে নতুন জাতীয়কৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুমোদিত শিক্ষক পদ রয়েছে ১৩ হাজার ৩৬২টি। যার মধ্যে কমর্রত রয়েছেন ১০ হাজার ২৫৭ জন। শূন্য পদ রয়েছে তিন হাজার ১০৫টি। এতে দেখা যায়, বিভাগের আট হাজার ৯৩৩টি বিদ্যালয়ে চার হাজার ৯০৯টি শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে।

বরিশাল জেলা প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি শংকর চন্দ্র পোদ্দার জানান, তিনি ২৭ বছর ধরে সহকারী শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর মতো অনেক শিক্ষক এ রকম দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে না। পদোন্নতিজনিত কারণে একটি মামলা রয়েছে। ফলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার কারণে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।